সালাম বিষন্নতা
ফ্রঁসোয়াজ সাগোঁর এক নয়াধারার দলিল

খান আনওয়ার

উদ্বেগহীন উজাড় করা খোলামেলা ধরণের এক তরুণী সেসিল। পিতার ন্যায় সেসিলের কাছে জীবন মানে অপার আনন্দ, জীবন মানে সীমাহীন স্বাধীনতা। পিতা রেমোঁ বিপত্নীক। বয়স চল্লিশের দশকে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রেমোঁ আর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি। স্বাভাবিককারনেই তার জীবনে বহুমূখী গতির উপস্থিতি রয়েছে। আর তরুণী কন্যাকেও তাই অবাধ আজাদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া। দু'জনের জীবনের গতি এভাবে একই মোহনায় এসে আছড়ে পড়ে। মেয়ের লেখাপড়া চলছে। পারিবারিক কারণে ছোট কাল থেকে বাড়ীর গন্ডি পেরিয়ে ধর্মীয় হোস্টেলে রেখে পড়াশুনা করানো হয়েছে। কিন্তু ১৫ বছর বয়সে তাকে বিবিধ কারণে হোস্টেল থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হয়। অগত্যা দু'বছর ধরে পিতার সাথে তার বসবাস। পিতা সুদর্শন ও নারী প্রলুব্ধকারী। সময়ের সাথে সাথে রুচীর পরিবর্তন আসে, সেই সাথে বদলে যায় নারী বান্ধবী। যদিও এ ব্যাপারে রেমোঁ বেশ সতর্ক এবং পরিমিত। আর সেসিল তার মায়ের মৃত্যুর পর পিতার একাধিক বান্ধবীর আনাগোনা জাতীয় পরিবেশের সাথে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত। চঞ্চলা আনন্দজ্জ্বল মেয়ে সেসিলকেও পিতা রেমোঁর খুব পছন্দ। এ জন্য তার রোমাঞ্চ, অভিসার, নারীসঙ্গ থেকে নিজ মেয়ের স্থান সব সময় প্রথমে। রেমোঁর কাছে একঘেয়ে বিষন্নময় জীবন একেবারেই পছন্দ নয়। মেয়ের কাছেও বিষন্নতা কোনক্রমেই কাম্য নয়। এ জন্য পড়াশুনার মত বিরক্তিকর বিষয় সর্বদা এড়িয়ে চলতে চায়। আর তাই মেয়েও তার পিতাকে খুব পছন্দ করে তাকে কোন রকম বাধ্যবাধকতার আষ্টেপৃষ্টে না জড়িয়ে দেবার কারণে। অতিরিক্ত আদরও সেসিলকে তার পিতার একাধিক সম্পর্ক সমন্ধে তাই ভাবার কোন ফুসরত দেয়নি। এভাবে পিতা ও মেয়ের আনন্দঘন সময়গুলো তর তর করে পেড়িয়ে যাচ্ছিল।

সেসিল তখন ১৭ বছর বয়সে পা দেয়। গ্রীষ্মকাল ইউরোপীদের জন্য অনেক আকর্ষণ নিয়ে আসে। জড়াপূর্ণ শীতকে বিদায় দেবার পর গ্রীষ্মের উষ্ণতাকে আলিঙ্গন করার মত উপভোগ্য বিষয় খুব কমই আছে। সবাই বিভিন্ন দিকে ছুটে বেড়ায় গ্রীষ্মের ছুটিতে। রেমোঁ ও তার মেয়েকে নিয়ে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে ফ্রান্সের দক্ষিণে ছুটে যায়। সে সময় তাদের সাথী হয় রেমোঁর সে সময়কার সুন্দরী যুবতী বান্ধবী এলজা। এলজাকে সেসিলের খুব পছন্দ। এলজা খুব বুদ্ধিমতি সেসিল তা মনে করে না। কিন্তু এলজার অফুরন্ত আনন্দ বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে। এটাই সেসিলের জরুরী বিষয়। তাদের ছুটির সময়গুলি বেশ স্বাভাবিকভাবেই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঝ থেকে অতিরিক্ত দু'জন এসে তাদের মাঝে সামিল হয়। সুন্দরী, বুদ্ধিমতি আন, রেমোঁর স্ত্রীর বান্ধবী, অর্থাৎ সেসিলের মায়ের বান্ধবী । ছুটিতে আসার সময় রেমোঁ আনকেও দাওয়াত করেছিল সবাই মিলে একত্রে মজা করার মানসে। তাই কোন রকম নোটিশ না দিয়েই হঠাৎ করে আন এর আগমন। অপরদিকে ২৬ বছরের এক স্থানীয় যুবক ছাত্র সিরিলের সাথে সেসিলের পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে তাদের সম্পর্ক ভালবাসা পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু এখানে এসে ঘটনার ছন্দপতন ঘটে। সেসিল লক্ষ্য করে এলজাকে ছেড়ে আন এর প্রতি তার পিতার অনুরাগ বেড়ে যায়। আনও তার বান্ধবীর প্রাক্তন স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমে তারা বিয়ে করবে বলে স্থীর করে। সেসিল লক্ষ্য করে আন খুব বুদ্ধিমতি, সাংসারিক ও বেশ গোছগাছ ধরণের। অর্থাৎ তাদের (সেসিল ও তার পিতার) বাধভাঙ্গা আজাদীর পায়ে বেড়ি দিয়ে আবার সেই শান্তির নীড়ে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা চলছে। আন এর প্রভাবে রেমোঁর জীবনধারাও সংযত হতে চলছে। ইতিমধ্যে সেসিলের উপরও আনের মাতৃসুলভ আচরণের আভাস পাওয়া যায়। আন চায় সেসিল আবার নিয়মমাফিক পড়াশুনার জগতে ফিরে আসুক। সেসিল বুঝতে পারে তার পিতার আচরণে পরিবর্তনের যোগ। এরই মাঝে একদিন রেমোঁ সেসিলকে সিরিলের সংস্পর্শে যেতে বাঁধ সাধে। ঠিক সে মূহুর্তেই সেসিল প্রমাদ গোনে। সে মনে মনে এক পরিকল্পনা নেয়।

সুচতুর সেসিল জানে সিরিল ইতিমধ্যে তাকে ভালবেসে ফেলেছে। সুতরাং তার সাহায্য নেওয়া সহজ। সেসিল তার পিতার হৃদয়ে ঈর্ষা উদ্রেক করার মানসে সিরিলকে এলজার সাথে প্রেমের অভিনয় করতে উদ্ভূত করে। সিরিলও তার মানসীকে পাবার প্রয়াসে এ আবদার মানতে রাজী হয়ে যায়। সেসিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী সিরিল ও এলজা দু'জনে একত্রে বেড়াতে বেরোয়। কৃত্রিমভাবে তারা প্রদর্শন করতে চেষ্টা করে যে তাদের মধ্যে রোমান্টিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে উঠতে চলেছে। রেমোঁ কিন্তু সিরিল ও এলজার কৃত্রিম সম্পর্ক দেখে সত্যিই ঈর্ষা বোধ করে। সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। এলজা তার মেয়ের বয়সী এক যুবকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে এটা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। হঠাৎ করে রেমোঁ আনকে ছেড়ে এলজার প্রতি অনুরুক্ত হয়ে পড়ে। নতুন করে এলজা ও রেমোঁর অন্তরঙ্গতা দেখে আন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে রেমোঁকে নিয়ে তার তৈরী করা স্বপ্নসৌধ আজ বিধ্বস্ত। তাই এক সকালে আন গাড়ী নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। সেসিল সে বিদায়ী গাড়ীর শব্দ শুনতে পায়। সে খুব আনন্দিত। একে একে ঘটনাগুলি তার ইচ্ছামাফিক বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন আর তাকে নিয়ম আইন কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ করার কেউ থাকলো না এবং পিতার অবারিত স্নেহমমতার ধারায় বাধা প্রদানের মত তার সামনে আর কেউ রইল না।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেসিল জানতে পারে এক দূর্ঘটনায় আনের জীবন নির্বাপিত। আসলে আন আত্মহত্যা করে। এক মূহুর্তের জন্য হলেও সেসিলের ভাবনাগুলো থমকে দাড়ায়। পিতার অসহায় মুখ আর সেই সাথে আনের ট্রাজিক অবস্থা, এর জন্য সেসিলই দায়ী। বিষন্নতাকে বিতাড়নের প্রয়াসে সে একি কাজ করেছে ? এক অপরাধবোধ সেসিলের হৃদয়কে নাড়া দেয়। এ ঘটনার পর ছুটির শিবির গুটিয়ে সবাই প্যারিসে ফিরে আসে। সেসিল তার পিতার সাথে সেই আগের জীবনে ফিরে যায়। কিন্তু এখন তার কাছে সম্পদ আর অবাধ আজাদী অনেকটা ফাঁকা মনে হয়। সে অনুভব করে তার জীবনে অদৃশ্য কোন কিছু এসে হয়তো

ভর করেছে। ভোরবেলা যখন সে বিছানায়, তখন প্যারিসের রাস্তার গাড়ীর শব্দে স্মৃতিগুলি যেন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে আবার ফিরে যায় সেই গ্রীষ্মে, আনের নামটি তার হৃদয়ে বার বার ঘুরপাক খেতে থাকে। সে বুঝতে পারে কোন কিছু যেন তার দেহে এসে ভর করতে যাচ্ছে। তন্দ্রালু আঁখীতে স্বাগত জানিয়ে অস্ফুটস্বরে তাকে বলে, « সালাম বিষন্নতা »। (Quelque chose monte alors en moi que j'accueille par son nom, les yeux fermes : Bonjour Tristesse). এ ছিল সংক্ষেপে ফ্রঁসোয়াজ সাঁগোর সালাম বিষন্নতা বা বঞ্জুর বিষন্নতার কাহিনী।

১৯৫৪ সনের ৬ই জানুয়ারী। ফ্রঁসোয়াজ কোয়ারেজ হাতে একটি হলুদ ফাইল নিয়ে ইউনিভার্সিটি রোডে হাজির হন। ঐ ফাইলের ডান কোনায় লেখা ছিল নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ ও টেলিফোন নম্বর (Francoise Quoirez, 167 Boulevard Malesherbes, Carnot 59-81, née le 21 Juin 1935). এখানে উল্লেখ্য যে সে সময়ের প্যারিস নগরীর নামকরা প্রকাশনা সংস্থাগুলি ঐ এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্যারিসের ৭ নম্বর দিপার্তোমোঁর ৩০ ইউনিভার্সিটি রোডে এ রকম একটি নামকরা প্রকাশনী সংস্থা অবস্থিত। প্রকাশক রনে জুলিয়ার (Rene Julliard) ১৯৪৮ সনে এখানে তার দফ্তর খুলেন। ইতিমধ্যে প্রকাশনী সংস্থাটি বেশ কয়েকটি জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয়। হয়তো কোয়ারেজ সঠিক প্রকাশনী সংস্থা চিনতে করতে ভুল করেননি। সেদিন রিসিপশনে ছিল এক বদলী তরুণী, মারী লুইজ। কোয়ারেজ তার পান্ডুলিপিটি হস্তান্তর করে ফর্ম ফিল আপ করতে করতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কবে নাগাদ তিনি জবাব পেতে পারেন। কিন্তু রিসিপশনিস্ট তার শওয়ালের কোন জবাব দেয়নি। ঠিক সেদিনই ঐ এলাকার নামকরা আরেক পুরাতন প্রকাশনী সংস্থা প্লোঁ (Plon) তেও কোয়ারেজ তার পান্ডুলিপির আরেক কপি জমা দেন। সেখানকার রিসিপশনিস্টও একজন অপরিচিতার লেখা জমা রাখে। মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত পুরাতন প্রকাশনী সংস্থার কর্ণধার গালিমারের (Gaston Gallimard) মত প্রতিষ্ঠিত হতে চান রণে জুলিয়ার। তাই সংস্থা দু'টির মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা চলছিল। ঘটনাক্রমে ফ্রঁসোয়াজ তার পান্ডুলিপির কপি দু'টি সংস্থায়ই জমা দেন। এরপর ফ্রঁসোয়াজ বাসায় ফিরে যান। তার বছর খানেক ধরে লেখা পান্ডুলিপির কপি প্রকাশনা সংস্থায় হস্তান্তর করে যেন এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

রনে জুলিয়ার এর ডিরেক্টর পিয়ের পাভে প্রতিদিন সকালে প্রাপ্ত নতুন পান্ডুলিপিগুলি তার টেবিলে নেন। তিনি ফ্রঁসোয়াজের জমা দেওয়া পান্ডুলিপিটি পড়তে শুরু করেন। প্রথম লাইন পড়েই তিনি ধাক্কা খান। এ লেখা সাধারণ লেখা নয়। ১৮ বছর বয়সের এক তরুণীর লেখা পড়ে তিনি তার সংবেদনশীলতা অনুভব করেন। বিশ পাতা পড়ার তিনি নিশ্চিতভাবে ধরে নেন এ লেখা প্রচলিত ধারার নয়। অতঃপর তিনি লেখাটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য প্রকাশণী সংস্থার ভাষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ লো গ্রি এর কাছে পান্ডুলিপিটি পাঠান এবং পান্ডুলিপিটি অগ্রাধিকারসূত্রে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। লেখাটি পড়ার পর লো গ্রি পরেরদিন প্রকাশক জুলিয়ার এর কাছে তার মন্তব্য পাঠান। তিনি তাতে লিখেন যে মাদমোজেল কোয়ারেজের পান্ডুলিপিটি খুব পছন্দ হয়েছে। নেতিবাচক তার কোন মন্তব্য নেই। এটি কোনমতে ২২৫ পৃষ্ঠার একটি বই হবে। এবং এর পাঁচটি চরিত্র রেমোঁ, সেসিল, আন, এলজা ও সিরিল, এদেরকে ভুলে যাবার মতো নয়। ব্যাকরণগত কিছু ভুল ছিল তা হয়তো লো গ্রি পান্ডুলিপিটি ভালোলাগার কারণে এড়িয়ে গেছেন তবে তিনি উল্লেখ করেন নাই যে গ্রীষ্মের ছুটি থেকে প্যারিসে ফিরে এলে রাতে সেসিল অনুভব করতো কোন কিছু তার আত্মায় এসে ভর করতে যাচ্ছে যাকে সালাম বিষন্নতা না বলে বিদায় বিষন্নতা বলেও শিরোনামে আসতে পারতো। অবশ্য ফ্রঁসোয়াজ কোয়ারেজ সালাম বিষন্নতা বা বঞ্জুর বিষন্নতা নামের শিরোনামটি কবি এলুয়ার এর একটি কবিতা থেকে নিয়েছিলেন। প্রকাশনী সংস্থার সংশোধক থেকে শুরু করে সবাই পান্ডুলিপিটি দ্বিতীয়বারের মতো পড়ার পর বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারিখ ঠিক করা হয় ১৫ই মার্চ।

প্রকাশক রনে জুলিয়ার একজন জাদরেল ব্যবসায়ী। তিনি জেনেভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের ডাবল্ জাতিয়তাধারী। যখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে কোন একটি উপন্যাস বা গল্পের বই প্রকাশ করবেন তখনই তিনি সব দ্বায়িত্ব তার নিজ হাতে নিয়ে নেন। প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর ফ্রঁসোয়াজ কোয়ারেজের পান্ডুলিপিটি তিনি শোবার আগে পড়ার জন্য তার ঘরে নিয়ে যান। রনের লক্ষ্য বইটির ২০ হাজার কপি বিক্রি করতে হবে। বিভিন্ন পান্ডুলিপি পড়তে পড়তে রনে কখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন তা তিনি নিজেও জানেন না। বাড়ীর কাজের লোক তাই উনাকে সকালে খাটের এক কোণায় বা সোফা সেটের উপর ঘুমন্ত এবং হাঁটুর উপর এক পান্ডুলিপিসহ প্রায়ই আবিষ্কার করতে অভ্যস্ত। এ রকম ফ্রঁসোয়াজ কোয়ারেজ এর পান্ডুলিপিটি তিনি বিছানায় যেয়ে পড়তে থাকেন। পান্ডুলিপির কয়েক স্থানে তিনি পেন্সিল দিয়ে সংশোধনও করেন। ক্লান্ত হয়ে ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে দেখেন তখন ভোর চারটা বাজে। তিনি পান্ডুলিপিটি আবার পড়তে শুরু করেন এবং আবিষ্কার করেন এক অসাধারণ লেখণী। তিনি ভাবেন নিশ্চয়ই তরুণী লেখিকা তার পান্ডুলিপি অন্য প্রকাশনায়ও জমা দিতে পারে। কাজেই যদি তারা বইটি প্রকাশ করে ফেলে তাহলে বড় ধরণের সর্বনাশ হয়ে যাবে। টেলিগ্রাম করার মতো ভোররাতে ঐ সময়ই তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলেন। অপরদিকে কোয়ারেজকে তিনি পেয়ে যান। কোয়ারেজকে তিনি পরদিন ঠিক এগারোটার সময় তার অফিসে রঁদেভ্যু (এ্যাপয়েন্টমেন্ট) দেন। এবং উল্লেখ করেন এতে যেন কোন ভুল না হয়।

কিন্তু পরদিন এগারোটায় কোয়ারেজ রঁদেভ্যুতে যাননি। সাধারণতঃ এতো সকালে রনে জুলিয়ার অফিসে হাজির হন না। রঁদেভ্যু থাকার কারণে অফিসে এসে তিনি পায়চারি করছিলেন। অবশেষে অপেক্ষার সীমা উত্তির্ণ হয়ে গেলে তার সেক্রেটারীকে দিয়ে টেলিফোনে কোয়ারেজ এর খোঁজ নেন। এবার আর কোয়ারেজ নয়, তার আয়া টেলিফোন ধরে এবং বলে তাকে এখন দেওয়া যাবে না কারণ তিনি ঘুমাচ্ছেন, দু'ঘন্টা পর টেলিফোন করলে তাকে পাওয়া যাবে। অবশেষে তাদের মধ্যে যোগাযোগ হয় এবং নতুন করে রঁদেভ্যুও স্থীর হয় বিকাল পাঁচটায়। তবে এবার দপ্তরে নয়, রনে জুলিয়ার এর বাসায়।

ফ্রঁসোয়াজ কোয়ারেজ সাহস অর্জনের জন্য বেরুনোর আগেই এক চুমুক কনিয়াগ পান করে নেন এবং বান্ধবী ফ্লরন্স মালরোকে (সাহিত্যিক অন্দ্রে মালরো তনয়া) সাথে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। সাক্ষাৎকারে কোয়ারেজের প্রতি প্রথম প্রশ্ন ছিল - পিতামাতা কি গল্পটি পড়েছেন ? কোয়ারেজ জবাব দেন, পিতার অনেক কিছু করার আছে আর মা এ গুলো পছন্দ করেন না। জুলিয়ার বলেন এটি প্রকাশনার জন্য পিতার অনুমোদনের

প্রয়োজন আছে, কারণ কোয়ারেজ এখনও সাবালিকত্ব অর্জন করেননি। এরপর প্রায় তিন ঘন্টা ধরে তাদের আলাপ আলোচনা চলে। কিছুক্ষণ থাকার পর ফ্লরন্স মালরো কোয়ারেজকে রেখে চলে যায়। আলোচনা সহজ করার জন্য এক সময় জুলিয়ার জানতে চান, সেসিল চরিত্রটি আসলেই কোয়ারেজ কিনা এবং রেমোঁর মাঝে কি কোয়ারেজ তার পিতাকে দেখতে পান। সহজ জবাব, সেসিল তার বয়সী এক তরুণী এবং অনেক পছন্দের সাথে তার মিল আছে। আর রেমোঁ চরিত্রের ব্যাপারে বলেন কোন মডেল ছাড়াই কল্পিত একটি চরিত্র। অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা চলার পর এ্যডভান্স কত দিতে হবে বললে কোয়ারেজ যা দাবী করেন তার দ্বিগুণ অংকের চেক প্রদান করা হয়। তিনি বলেন প্রথম বই তিন হাজার কপি প্রকাশের প্রচলন থাকলেও কোয়ারেজ এর বইটি প্রথমে পাঁচ হাজার কপি ছাপাবেন। হঠাৎ এই বিরাট অংকের চেক পেয়ে বুর্জোয়া কোয়ারেজ তো খুশীতে আত্মহারা। ১৯৫৪ সনের ১১ ই জানুয়ারী, সেদিন প্যারিসে অঝোরধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। রঁদেভ্যুর পর তিনি সোজা ছুটে যান কাফে দ্য ফ্লরে, যেখানে সিমোন দ্য বভোয়ার, জ্যঁ পল সার্ত্র, আলবের কামুর মতো সাহিত্যিক ও দার্শনিক গ্রুপ এসে আলাপ আলোচনা করতেন। সেখানে ফ্রঁন্সোয়াজ কোয়ারেজও একটি নির্দিষ্ট টেবিল নিয়ে বসতেন। সেখানে যেয়েই তিনি হুইস্কির অর্ডার দেন ও তার খুশীর খবরটি সকলকে বলেন। তবে বইটি ছাপানোর কন্ট্রাক্টে ফ্রঁন্সোয়াজ কোয়ারেজের সাইন করার আগে প্রকাশক জুলিয়ার সাথে তার পিতামাতার কয়েকদফা আলাপ আলোচনা হয়। পিতামাতা বাঁধ সাধলেও জুলিয়ার বইটি ছাপানোর ব্যাপারে নাছোড়বান্দা। ফ্রঁন্সোয়াজ কোয়ারেজ অদূর ভবিষ্যতেই এডাল্ট হতে যাচ্ছেন। সুতরাং এক আপোশরফায় আসতে হলো। ফ্রঁন্সোয়াজ কোয়ারেজের পরিবারগত নাম কোয়ারেজ ব্যবহার করা চলবে না। প্রকাশক রনে জুলিয়ার তাতেই রাজী। কোয়ারেজ নিজেই তাড়াহুড়া করে বিখ্যাত সাহিত্যিক মার্শেল প্রুস্ত এর « হারানো দিনের খোঁজে » নামক গ্রন্থ হতে সাঁগো (Sagan) নামটি গ্রহণ করেন। এবং সালাম বিষন্নতা Bonjour Tristesse বইটি প্রকাশ হবার পর থেকে ফ্রঁন্সোয়াজ কোয়ারেজ হয়ে যান ফ্রঁন্সোয়াজ সাঁগো Francoise Sagan।

সঠিক সময়ের দু'দিন পর অর্থাৎ ১৯৫৪ সনের ১৭ই মার্চ বইটি বাজারে এলে তিন সপ্তাহের মধ্যে বইয়ের স্টক ফুরিয়ে যায়। এভাবে প্রকাশককে ঐ বছর চারবারের মত বইটি পূণঃমুদ্রণ করতে হয়েছিল। সব মিলিয়ে ঐ বছর এক মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। পরের বছর বইটি আমেরিকায় ইংরেজী ভাষায় তর্জমা করা হয় এবং সেখানেও এক মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। মোট কথা আঠারো বছরের এক তরুণীর লেখার এতো সফলতার মাঝে অনেকে তার বয়সটাকে একটি উপাদান বলে মনে করেন। কিন্তু সালাম বিষন্নতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এতো বড় সফলতার পিছনে ছিল সাঁগোর লেখার মাঝে ক্লাসিক ধারা ও এর সাথে সামাজিক পারিবারিক ঘটনা নিয়ে নয়াধারার লেখার সূচনা। পরবর্তিকালে সাঁগো তার এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন। আমেরিকা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৫৬ সনে সাঁগোর « এক ধরণের হাসি »ও এক মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। এক বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের তনয়া হয়েও বুর্জোয়া তাবু ভেঙ্গে সাঁগো সালাম বিষন্নতা লিখে কিছুটা স্ক্যান্ডাল সৃষ্টি করেছিলেন। সময়ের সাথে সাথে আরো কিছু স্ক্যান্ডাল যুক্ত হলেও তিনি শুধু লেখিকা নয় পরবর্তিকালে সিনেমা নাটকের সাথেও যুক্ত হয়েছিলেন, পরিচিত হয়েছিলেন এক প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক হিসাবে এবং যুক্ত করেছেন নিজের নাম ফরাসী মুক্তচিন্তার নারী তালিকায়।

anwar_hossein_khan@hotmail.com